প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ১৬ – অনুগ্রহকরে পাঠ করুন প্রেরিত ১৭:১-৩৪ আবার পাঠ করুন। থিম: মানুষ, নিজের কাছে ছেড়ে দেওয়া, শুধুমাত্র গুনাহভাবে চিন্তা করতে পারে এবং কলুষিত কল্পনা দিয়ে তারা বাগানে আদম এবং হাওয়ার মাধ্যমে যা হারিয়েছিল তা নিজের জন্য সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে। মানুষকে উপাসনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মানবজাতি ধার্মিকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়েছে এবং নিষ্ফলভাবে তাদের শক্তি তাদের নিজস্ব কল্পনার দেবতাদের সেবায় ব্যয় করেছে। তিনি এই পৃথিবীতে কিছু ক্ষণস্থায়ী সুখ এবং মৃত্যুর পর অনন্ত সুখ লাভের আশা করেন। অজানা আল্লাহর কাছে, তাঁকে আমরা জগতের কাছে ঘোষণা করি।

বাস্তবতা: শয়তানের মিথ্যা যা এখনও সমস্ত মানবজাতির কাছে প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি হয় পয়দায়েস ৩:৪-৫ এ পাওয়া যায়। তখন সাপ স্ত্রীলোকটিকে বলল, "কখনও না, কিছুতেই তোমরা মরবে না। আল্লাহ্ জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তাতে নেকী-বদীর জ্ঞান পেয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র মতই হয়ে উঠবে।"

সত্য: যখন আদম এবং হাওয়া অবাধ্য হয়েছিল এবং ফল খেয়েছিল তখন তারা আল্লাহ তাদের যা দিয়েছে তা যথেষ্ট নয় ভেবে গুনাহ করেছিল। পয়দায়েশ ৩:৬ স্ত্রীলোকটি যখন বুঝলেন যে, গাছটার ফলগুলো খেতে ভাল হবে এবং সেগুলো দেখতেও সুন্দর আর তা ছাড়া জ্ঞান লাভের জন্য কামনা করবার মতও বটে, তখন তিনি কয়েকটা ফল পেড়ে নিয়ে খেলেন। সেই ফল তিনি তাঁর স্বামীকেও দিলেন এবং তাঁর স্বামীও তা খেলেন।

দুঃখজনক ফলাফল: "তাদের জ্ঞানে দেবতার মতো" হওয়ার পরিবর্তে আদম এবং হাওয়া সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ যেকোন কিছু জানার সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। যা সত্যই সমস্ত অনন্তকালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা হল আল্লাহর প্রকাশিত কালাম। আদম এবং হাওয়া শাশ্বত সত্য বোঝার তাদের ক্ষমতা হারান। তারা এখন আল্লাহ ছাড়া তাদের নিজেদের হৃদয়ের পতিত গুনাহ-ভরা কল্পনা নিয়ে চিন্তা করতে পারে।

- প্রেরিত ১৭:২২-২৩ তখন পৌল এরিওপেগসের সভার মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এথেন্স শহরের লোকেরা, শুনুন। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনারা সব দিক থেকেই খুব ধর্মভীরু, কারণ আমি ঘুরে বেড়াবার সময় আপনাদের উপাসনার জিনিসগুলো যখন দেখছিলাম তখন এমন একটা বেদী দেখতে পেলাম যার উপরে লেখা আছে, 'অজানা দেবতার উদ্দেশে।' আপনারা না জেনে যাঁর উপাসনা করছেন তাঁর সম্বন্ধে আমি আপনাদের কাছে প্রচার করছি।

সত্য: ঈসা মসিহ একটি প্রেমহীন পৃথিবীতে নিখুঁত প্রেম ছিলেন; তিনি একটি অপবিত্র পৃথিবীতে নিখুঁত বিশুদ্ধতা ছিল; রূঢ় এবং ঝগড়াময় জগতে তিনি ছিলেন নিখুঁত নম্রতা।

প্রশ্ন: আমরা কি প্রেরিত ১৭-এ দেখতে পাচ্ছি যে কীভাবে পৌল তার শ্রোতাদের ঠিক সেই জায়গায় দেখা করেছিলেন যেখানে তারা সম্ভাব্যভাবে এই সত্যটি বুঝতে পারে যে মানুষের সৃষ্টিকর্তা তাদের মুক্তিদাতা হয়েছিলেন?

- ইউহোন্না ৩:১৬-১৭ "আল্লাহ্ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। আল্লাহ্ মানুষকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা নাজাত পায় সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন।

প্রসঙ্গ: আসুন ইউহোন্না ৩ এর সাথে সমান্তরাল ট্র্যাক সেট হিসাবে পৌলের সহজ ব্যাখ্যা অনুসরণ করি।

- প্রেরিত ১৭:২৪-৩১ "আল্লাহ্, যিনি এই দুনিয়া ও তার মধ্যে যা আছে সব কিছু তৈরী করেছেন, তিনিই বেহেশত ও দুনিয়ার মালিক। তিনি হাতে তৈরী কোন মন্দিরে বাস করেন না। তাঁর কোন অভাব নেই, সেইজন্য মানুষের হাত থেকে সেবা গ্রহণ করবারও তাঁর দরকার নেই, কারণ তিনিই সব মানুষকে জীবন, প্রাণবায়ু আর অন্যান্য সব কিছু দান করেন। তিনি একজন মানুষ থেকে সমস্ত জাতির লোক সৃষ্টি করেছেন যেন তারা সারা দুনিয়াতে বাস করে। তারা কখন কোথায় বাস করবে তাও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ এই কাজ করেছেন যেন মানুষ হাতড়াতে হাতড়াতে তাঁকে পেয়ে যাবার আশায় তাঁর তালাশ করে। কিন্তু আসলে তিনি আমাদের কারও কাছ থেকে দূরে নন, কারণ তাঁর শক্তিতেই আমরা জীবন কাটাই ও চলাফেরা করি এবং বেঁচেও আছি। আপনাদের কয়েকজন কবিও বলেছেন, 'আমরাও তাঁর সন্তান।' "তাহলে আমরা যখন আল্লাহ্‌র সন্তান তখন আল্লাহ্‌কে মানুষের হাত ও চিন্তাশক্তি দিয়ে তৈরী সোনা, রূপা বা পাথরের মূর্তি মনে করা আমাদের উচিত নয়। আগেকার দিনে মানুষ জানত না বলে আল্লাহ্ এই সব দেখেও দেখেন নি। কিন্তু এখন তিনি সব জায়গায় সব লোককে তওবা করতে হুকুম দিচ্ছেন, কারণ তিনি এমন একটা দিন ঠিক করেছেন যে দিনে তাঁর নিযুক্ত লোকের

> দ্বারা তিনি ন্যায়ভাবে মানুষের বিচার করবেন। তিনি সেই লোককে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলে সব মানুষের কাছে এর প্রমাণ দিয়েছেন।"

আমরা সম্প্রতি একটি নোট পেয়েছি যা দৃঢ়ভাবে বলেছিল যে বাইবেল বিশ্বাস করা যায় না কারণ "এটি ঘোষণা করেছিল যে ঈসা গুণাহগারদের জন্য মারা গেছেন"। লেখক দৃঢ়ভাবে বলেছেন: "শুধু অন্য ব্যক্তির গুনাহের জন্যই মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়।"

আমাদের উত্তরটি সহজ ছিল: "হ্যাঁ, মানুষের মনের কাছে, আপনি একেবারে সঠিক। আপনি যা ঘোষণা করেছেন তা কেবলমাত্র সার্বভৌম পবিত্র আল্লাহর নিখুঁত ন্যায়বিচার এবং নিখুঁত করুণা, অনুগ্রহ এবং ভালবাসায় একই সাথে অভিনয় করার মাধ্যমে সত্য হতে পারে।

সুসাচারের দুঃসংবাদ হল যে সমস্ত মানবজাতি প্রকৃতিগতভাবে গুনাহগার এবং আশাহীনভাবে হারিয়ে গেছে এবং আল্লাহ থেকে অনেক দূরে। সমস্ত মানবজাতি, আদমের গুণাহগারদের মাধ্যমে, ধার্মিকভাবে চিন্তা করার এবং কাজ করার সমস্ত নৈতিক ক্ষমতা হারিয়েছে। এই সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় গুনাহ-ভরা কাজ, কথা এবং রুহের ইবাদত এবং মানুষের মনের সৃষ্টি। আল্লাহ নিখুঁত বিচারে, আমাদের গুনাহের জন্য আমাদের নিন্দা করেছেন।

ঈসার সুখবর ঈসা মরেছেন যেন আমার নাজাত পাই। তিনি আমাদের পরিবর্তে মরেছেন।

জীবিত সব লোকই আমার, বাবা ও ছেলে দুই-ই আমার। যে গুনাহ্ করবে সে-ই মরবে। -ইহিস্কেল ১৮:৪

যে গুনাহ্ করবে সে-ই মরবে। ছেলে বাবার দোষের জন্য শাস্তি পাবে না আর বাবাও ছেলের দোষের জন্য শাস্তি পাবে না। সৎ লোক তার সততার ফল পাবে এবং দুষ্ট লোক তার দুষ্টতার ফল পাবে। -ইহিস্কেল ১৮:২০

গভীর সত্য: আল্লাহ গুনাহকে জাহান্নামে পাঠান না, আল্লাহ ন্যায়সঙ্গতভাবে গুনাহগারদের জাহান্নামে পাঠান। নিখুঁত ন্যায়বিচার এবং নিখুঁত করুণার সাথে জড়িত, আল্লাহ তার নিখুঁত পুত্রের জীবন সেই গুনাহীদের প্রতি অভিযুক্ত করে দোষীদের রেহাই দেন যারা অনুতপ্ত হয় এবং ঈসা মসিহ তাদের প্রভু ও নাজাতদাতা হিসাবে আলিঙ্গন করে। পবিত্র আল্লাহর নিখুঁত ভালবাসা এবং নিখুঁত ন্যায়বিচার প্রদর্শিত হয় যখন তিনি পৌলকে পাঠান। সম্পূর্ণরূপে পৌত্তলিক, ভ্রষ্ট, হারানো শহর এথেন্সের কাছে যা সম্পূর্ণরূপে আশাহীন গুনাহগারদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আল্লাহ পৌলকে এই বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন: “এথেন্সের লোকরা, আমি বুঝতে পারি যে আপনি সব কিছুতেই খুব ধার্মিক; কারণ আমি যখন আপনার উপাসনার জিনিসপত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং বিবেচনা করছিলাম, তখন আমি এই শিলালিপি সহ একটি বেদীও পেয়েছি: অজানা আল্লাহর কাছে। অতএব, তোমরা না জেনে যাঁর ইবাদত কর, আমি তোমাদের কাছে তাঁকেই ঘোষণা করছি।"

প্রশ্ন: এক সত্য আল্লাহ এবং সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে পৌলের স্পষ্ট উপস্থাপনার প্রতিক্রিয়া কী ছিল? এথেন্সের লোকেরা তাদের সৃষ্টিকর্তা, নিখুঁত, ন্যায়পরায়ণ এবং প্রেমময়, সর্বশক্তিমান আল্লাহর স্পষ্ট প্রকাশের সাথে কী করেছিল?

- প্রেরিত ১৭:৩২-৩৪ মৃতদের আবার জীবিত হয়ে উঠবার কথা শুনে লোকদের মধ্যে কয়েকজন মুখ বাঁকাল, কিন্তু অন্যেরা বলল, “এই বিষয়ে আপনার কথা আমরা আবার শুনব।" তখন পৌল সেই সভা ছেড়ে চলে গেলেন। কয়েকজন লোক পৌলের সংগে যোগ দিল এবং ঈমান আনল। সেই ঈমানদারদের মধ্যে দিয়নুষিয় নামে এরিওপেগসের সভার একজন সদস্য, দামারিস্ নামে একজন স্ত্রীলোক এবং তাঁদের সংগে আরও কয়েকজন ছিলেন।

কেউ কেউ বার্তা ও বার্তাবাহককে উপহাস ও তিরস্কার করেছে। কিন্তু, কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিলেন। যারা বিশ্বাস করেছিল এবং বার্তাটিতে বিশ্বাস করেছিল তারা তাদের অন্ধত্ব থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং নতুন হৃদয় দিয়েছিল যারা ঈসা মসিহকে ভালবাসতো এবং তাদের বাধ্য করেছিল তাকে তাঁর শিষ্য হিসাবে অনুসরণ করতে চায়।

এই বাস্তবতা দেখা যেতে পারে যখন পৌল করিন্থিয়ানদের কাছে তার চিঠিতে এটি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

- ১ করিন্থীয় ১:২২-২৪ ইহুদীরা চিহ্ন হিসাবে অলৌকিক কাজ দেখতে চায়, গ্রীকেরা জ্ঞানের তালাশ করে, কিন্তু আমরা ক্রুশের উপরে হত্যা করা মসীহের কথা তবলিগ করি। সেই কথা ইহুদীদের কাছে একটা বাধা আর অ-ইহুদীদের কাছে মূর্খতা, কিন্তু ইহুদী হোক আর গ্রীকই হোক, আল্লাহ্ যাদের ডেকেছেন তাদের কাছে সেই মসীহ্ই আল্লাহ্র শক্তি আর আল্লাহ্র জ্ঞান।

সত্য: সমস্ত এথেনীয়রা দোষী-গুণাহগার ছিল, ঠিক যেমন আমরা! কেউ কেউ যারা পৌলের বার্তা শুনেছিল তারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের গুনাহে মারা গিয়েছিল এবং চিরন্তন নরক তাদের ভাগ্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কেউ

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

কেউ ঈসা মসিহকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং ঈসার প্রতিস্থাপিত মৃত্যুতে বিশ্বাস করে তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা পেয়েছিলেন। তারা তখন মসিহের ধার্মিকতার কৃতিত্ব [অভিযোগিত] হয়েছিল। এই কয়েকজন বেহেস্তে ঈসার সাথে সমস্ত অনন্তকাল কাটাবে। পৃথিবীতে যেখানেই এবং যখনই ঈসা মসিহের সত্য প্রচার করা হয় এটি একই রকম। সমস্ত শ্রোতাদের মনের মধ্যে যে গভীর সত্যটি আনা হয়েছে: আপনি একটি শুদ্ধ, সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক পবিত্র আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আপনার অপরাধ সম্পর্কে কী করতে যাচ্ছেন?

সত্য: সমস্ত এথেনীয়রা দোষী ও গুনাহগার ছিল, ঠিক যেমন আমরা! কেউ কেউ যারা পৌলের বার্তা শুনেছিল তারা মসিহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের গুনাহে মারা গিয়েছিল এবং চিরন্তন জাহান্নাম তাদের ভাগ্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কেউ কেউ ঈসা মসিহকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং ঈসার প্রতিস্থাপিত মৃত্যুতে বিশ্বাস করে তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা পেয়েছিলেন। তারা তখন মসিহের ধার্মিকতার কৃতিত্ব [অভিযোগিত] হয়েছিল। এই কয়েকজন বেহেস্তে ঈসার সাথে সমস্ত অনন্তকাল কাটাবে। পৃথিবীতে যেখানেই এবং যখনই ঈসা মসিহের সত্য প্রচার করা হয় এটি একই রকম। সমস্ত শ্রোতাদের মনের মধ্যে যে গভীর সত্যটি আনা হয়েছে: আপনি যখন একটি শুদ্ধ, নিখুঁতভাবে ধার্মিক পবিত্র আল্লাহর সামনে দাঁড়াচ্ছেন তখন আপনি আপনার অপরাধের বিষয়ে কী করতে যাচ্ছেন?

ঈসা গুনাহগারদের জন্য মারা গিয়েছিলেন যেমন পৌল তীমথিকে লিখেছিলেন।

- ১ তীমথিয় ১:১৫ এই কথা বিশ্বাসযোগ্য এবং সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণেরও যোগ্য যে, গুনাহ্গারদের নাজাত করবার জন্যই মসীহ্ ঈসা দুনিয়াতে এসেছিলেন। সেই গুনাহ্গারদের মধ্যে আমিই প্রধান।

এটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প! ঈসা আমার জায়গা নিয়েছেন! এটা আমার জন্য ছিল? হ্যাঁ, তিনি আমার জন্য মারা গেছেন। তিনি ক্রুশে মৃত্যুতে আমার স্থান গ্রহণ করেছিলেন। পবিত্র আত্মা এসে সমস্ত মানবতার কাছে ঈসা মসিহকে প্রকাশ করেন।

- রোমীয় ১০:১৪ কিন্তু যাঁর উপর তারা ঈমান আনে নি তাঁকে কেমন করে ডাকবে? যাঁর বিষয় তারা শোনে নি তাঁর উপর কেমন করে ঈমান আনবে? তবলিগকারী না থাকলে তারা কেমন করেই বা শুনবে?

পাকরূহ গুনাহ-ভরা মানবজাতির জন্য ঈসা মসিহের ভালবাসা ঘোষণা করতে কতদূর যেতে ইচ্ছুক?

- ইবরানী ৭:২৫ এইজন্য যারা তাঁর [ঈসার] মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসে তাদের তিনি সম্পূর্ণ ভাবে নাজাত করতে পারেন, কারণ তাদের পক্ষে অনুরোধ করবার জন্য তিনি সব সময় জীবিত আছেন।

চরমভাবে! এমনকি যদি এর অর্থ হল লিডিয়া নামে একজন মহিলার কাছে ঈসা মসিহের ভালবাসা ঘোষণা করার জন্য তাঁর বার্তাবাহকদের পাঠানো এবং শুধুমাত্র ফিলিপীয় জেলর হিসাবে চিহ্নিত একজন নামহীন ব্যক্তির কাছে। এখন আমরা এই একই সত্যকে এথেন্সের লোকদের কাছে ঘোষণা করতে দেখি যেখানে কেউ কেউ উপহাস করেছে এবং কেউ কেউ বিশ্বাস তাই আল্লাহর বাণী সমস্ত জগতে যায়।

- রোমীয় ১০:১৭-১৮ তাহলে দেখা যায়, আল্লাহ্‌র কালাম শুনবার ফলেই ঈমান আসে, আর মসীহের বিষয় তবলিগের মধ্য দিয়ে সেই কালাম শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমি বলি, বনি-ইসরাইলরা কি সেই কালাম শুনতে পায় নি? নিশ্চয় শুনেছে। পাক-কিতাব বলে, তাদের ডাক সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে তাদের কথা পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত।

পাকরূহ পৌলকে মহাদেশ জুড়ে পাঠিয়েছেন ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানোর জন্য, এক সময়ে এক অনন্ত আত্মা, তাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প বলার জন্য! আমাদের সম্পর্কে কী? আমরা কি পাকরূহ দ্বারা প্রেরিত হতে ইচ্ছুক যাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন এই প্রেমের গল্পটি ঘোষণা করতে?

আমরা কি ইশাইয়ার মত উত্তর দেব? -ইশাইয়া ৬:৮ তারপর আমি দীন-দুনিয়ার মালিকের কথা শুনতে পেলাম। তিনি বললেন, "আমি কাকে পাঠাব? আমাদের পক্ষ হয়ে কে যাবে?" আমি বললাম, "এই যে আমি, আপনি আমাকে পাঠান।"

- ইউহোন্না ৪:৩৫-৩৬ তোমরা কি বল না, 'আর চার মাস বাকী আছে, তার পরেই ফসল কাটবার সময় হবে'? কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, চোখ তুলে একবার ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখ, ফসল কাটবার মত হয়েছে। যে ফসল কাটে সে এখনই বেতন পাচ্ছে এবং অনন্ত জীবনের জন্য ফসল জড়ো করে রাখছে। তার ফলে যে বীজ বোনে আর যে ফসল কাটে, দু'জনই সমানভাবে খুশী হয়।

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

ঈসা মসীহে আমাদের যে অবিশ্বাস্য নিশ্চিত আশা রয়েছে তা অন্যদের জানাতে একটি উপায় হল আমাদের পরিত্রাণের দিন এবং ঘটনাগুলি লিখে রাখা ঠিক যেমন পৌল প্রেরিত ৯ এ তার নিজের "নতুন জন্ম" লিপিবদ্ধ করেছেন। অনুগ্রহ করে আপনার গল্পটি আমাদের কাছে পাঠান যাতে আমরা পারি। আপনার সাথে আনন্দ করুন এবং আল্লাহর মহান কাজের প্রশংসা করুন!

আমরা আপনার প্রশ্ন পেতে চাই। আপনার প্রশ্নগুলি ইংরেজিতে WasItForMeRom832@gmail.com এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায় পাঠান।

আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যেমন আমাদের স্পষ্টতটা দেওয়া হয়েছে। সময় এবং সুযোগ মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)